দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শিক্ষার্থীদের বহুকাঙ্ক্ষিত একটি মাত্র স্কুলবাস। প্রায়দিনই থাকে না। যেদিন পাওয়া যায় তারা ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলে যায় - সুজন মজুমদার

স্কুলবাস সার্ভিস : সুন্দর উদ্যোগের বেহাল দশা

বাস কখনো থাকে-কখনো থাকে না, দুর্ভোগে শিশুরা

■ রাবেয়া বেবী

বাসযাত্রীদের কেউ পড়ে ওয়ানে, কেউ ফোরে, কেউ টুতে। পাদাপাদি করে বাসের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে তারা চিৎকার করছে, আপু আমার কথা শোনেন, কেউ বলছে আন্টি আমার কথা শোনেন। আবার কেউ কেউ বলেই ফেলছে প্রতিদিন তাদের বাস থাকে না। কেউ বলে একটা বাসে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। কেউ আবার অভিযোগ করে অন্য যাত্রীরা তাদের বাসে চড়ে এবং সিটে বসে। তাই তাদের দাঁড়িয়ে যেতে হয়। তারা সবাই বিআরটিসি স্কুলবাসের যাত্রী। গত বৃহস্পতিবার শ্যামলীর কাছে এই স্কুলবাসে ছোট ছোট অনেক শিক্ষার্থীকে ঝুঁকি নিয়ে বড়দের মতো দাঁড়িয়ে যেতে দেখা যায়। অথচ ২০১১ সালের জানুয়ারিতে ১৪টি বাস আর প্রতি বাসে একজন করে নারী কর্মীসহ অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢাকায়-প্রথমবারের মত চালু হয় স্কুলবাস সার্ভিস।। কিন্তু তাদের এ সব প্রতিশ্রুতি ধুলায় লুটায় বলে পরিতাপের সঙ্গে অভিযোগ করেন প্রথমদিন থেকে সেবা গ্রহণকারী অভিভাবক আয়শা ইসলাম।

কথা ছিল সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত সাতটি বাস আজিমপুর থেকে মিরপুর এবং একই সময়ে বিপরীত রাস্তা দিয়েও সাতটি বাস চলাচল করবে। আবার স্কুল ছুটির পর বেলা ১১টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত বাড়ি ফেরার জন্য একইভাবে বাসগুলো চলবে। শহরের একাংশের ২৬টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে চালু হয় এ সার্ভিস। প্রাথমিকভাবে রাজধানীর মিরপুর ১২ নম্বর থেকে আজিমপুর পর্যন্ত এসব বাস চলাচল করবে বলে জানিয়েছিলেন তৎকালীন বিআরটিসির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম এম ইকবাল। এই পরীক্ষামূলক বাস সার্ভিস জনপ্রিয় হলে আগামীতে আরো বেশি রুটে এটি চালু করার প্রতিশ্রুতিও দেয় বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও শিশুদের কষ্ট লাঘবে চালু হওয়া এই বাস সার্ভিসই এখন শিশুদের নতুন দুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। কোন কোন দিন বেলা ১১টার সময় একটিমাত্র বাস মিরপুর ১২ থেকে ছেড়ে আসে বলে জানান ভিকারুননেসা আজিমপুর শাখার শিক্ষার্থী অভিভাবক নার্গিস পারভিন। স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কোন বাস বরাদ্দ করা হয়নি বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিআরটিসির এক কর্মচারী।

পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

স্কুলবাস সার্ভিস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকালে সরকারি অফিস স্টাফদের নামিয়ে আসা কোন বাস পাওয়া গেলে দুই-একজন চালক স্কুলশিশুদের কথা মনে করে সেই বাস নিয়ে আসেন বলে জানান একাধিক অভিভাবক। তবে বিআরটিসির প্রশাসনিক পরিচালক ও যুগ্ম সচিব নিখিল রঞ্জন রায় দাবি করেন, তাদের ৪টি স্কুল বাস নিয়মিতভাবে মিরপুর ১২ নম্বর থেকে আজিমপুর রুটে চলে। বিচ্ছিন্ন দুই-একটি ঘটনা ছাড়া তারা স্কুলবাস সার্ভিস সচেতনতার সাথে পরিচালনা করছেন।

ভিকারুননেসা স্কুলের আজিমপুর শাখার ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ফাতেমা অন্তরা ইসলাম জানান, প্রতিশ্রুতির কোন সুবিধা তারা পায়নি। ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মিথিলা মাহবুব বুশরা জানায়, বাড়তি সুবিধাতো দূরের কথা নিয়মিত বাসই থাকে না। ফারহানা রহমান প্রথম শ্রেণিতে পড়ছে। সে বলে, ছুটির সময় স্কুলবাস হলে তার খুব ভালো হয়। সে ভিড়ের মধ্যে পাবলিক বাসে উঠতে পারে না। সেখানে লোকেরা তাকে জায়গা দেয় না। স্কুল শেষে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতে কষ্ট লাগে বলে জানায় জুনাইসা বিনতে সেলিম। লায়লা বশির অগ্রণী স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী, কল্যাণপুর থেকে ১১টার সময় সে বাস পেয়েছে। যদিও প্রায় দিন বাস থাকে না। আগের দিনও বাস ছিল না। সকালে থাকলে বিকেলে থাকে না। চালককে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, আজও ছুটির সময় বাস থাকবে না। তারপরও পাবলিক বাসের তুলনায় এখানে তারা অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং সকলের গন্তব্য স্কুল হওয়ায় ঝুঁকিও অনেক কম থাকে বলে মনে করেন শিক্ষার্থী ও সকল অভিভাবক।

শিক্ষার্থী আফসা বিনতে হাস্নান মনে করে পাবলিক বাসের ঝক্কি-ঝামেলা এড়াতে নিয়মিত পাঁচটি বাস তাদের জন্য দেয়া হলে ভালো হয়। একই দাবি দিদারুল ইসলাম, নাসরিন আক্তার, সুরাইয়া পারভিনসহ সকল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর। কেন গতদিন বাস ছিল না- এমন প্রশ্নের জবাবে চালক কামাল হোসেন বলেন, গতদিন তাদের হেড অফিসে মিটিং ছিল। আজ তিনি অফিস কর্মচারীদের দিয়ে আসা বাস শিশুদের সুবিধার জন্য নিয়ে এসেছেন। এই বাস সার্ভিস অনিয়মিত হওয়ায় চালকদের ফোন নাম্বার রাখেন অভিভাবকরা। তারা ফোন করে চালকের সাথে বাসের থাকা না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হন। চালকের সহযোগিতার মনোভাব থাকলেও কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উদাসীন বলে মনে করেন অভিভাবক সুরাইয়া পারভিন। অভিভাবক আয়শা ইসলাম জানান, একবার তিনি পাবলিক বাসে উঠতে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। এমন ঘটনা অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে। তাই তিনি চান এই বাস বন্ধ না হোক। গত রোজার ঈদের পর দীর্ঘদিন বাস সার্ভিস বন্ধ ছিল। তখন আয়শা ইসলামসহ অনেক অভিভাবক বিআরটিসি বরাবর আবেদন করে আবার একটি বাস পান। তারা বলেন, শিশুদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য বাস সার্ভিস জরুরি। বিআরটিসির স্কুলবাস সার্ভিস নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জমসেদ আলী বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতায় তাদের বেশকিছু বাস পুড়ে গেছে তাই বাসের সংখ্যা কম। ক্ষতিগ্রস্ত বাসগুলো মেরামতের জন্য দেয়া হয়েছে। তারপরও স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি বাস চালু আছে। মেরামতজনিত কারণে মাঝে-মধ্যে তাদের বাস বন্ধ থাকতে পারে বলেও তিনি জানান। আর এসব অভিযোগের ব্যাপারে বিআরটিসি পরিচালক জসিমুদ্দিন আহমেদ কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি বলে তার দপ্তর থেকে জানান হয়। তবে বিআরটিসির প্রশাসনিক পরিচালক ও যুগ্ম সচিব নিখিল রঞ্জন রায় বলেন, গতকাল বাস না থাকার অভিযোগ করা হলেও তার ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, বাস সার্ভিস চালু ছিল। বর্তমানে তাদের স্কুল বাস সকাল ৭টা থেকে সার্ভিস দিচ্ছে। এবং এই বাসগুলো নিয়মিতভাবেই চলে। তবে শিক্ষার্থী যাত্রীর সংখ্যা খুব কম বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, একটি বাস একবার আসা-যাওয়ায় হাজার/ বারশ টাকার জ্বালানি খরচ হয়। শিক্ষার্থীদের পাঁচ টাকা ও অভিভাবকদের দশ টাকা ভাড়া ধরে আয় হয় আড়াইশ থেকে তিনশ টাকা। তারপরও শিক্ষার্থীদের জন্য সার্ভিস দিতে এবং অন্যান্য রুটে বৃদ্ধি করতে প্রস্তুত বিআরটিসি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ওধুমাত্র জ্বালানি খরচ দিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য বাস সার্ভিসের টিকেট ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু কোন স্কুল সেই টিকেট গ্রহণ করেনি বলে তিনি জানান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি এই সার্ভিস বাধ্যতামূলক করে, তাহলে তারা এই সেবা অনেককেই দিতে পারবেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

দেশের বাস সার্ভিসগুলো অনেক বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে এগুলো স্কুলগামী শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন নগর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। সকল স্কুল শিক্ষার্থীর জন্য পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলামাফিক স্কুলবাস সার্ভিস নিশ্চিত করা গেলে যানজট যেমন কমবে তেমন শিশু ও অভিভাবকদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, প্রথমত শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়ত তা কার্যকরীভাবে চালু রাখাও অপরিহার্য।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীর সুরক্ষায় সরকার এই দায়িত্ব নিলে এবং অন্যান্য রুটে স্কুল বাস সার্ভিস বাড়াতে পারলেও ভাল হত। যা আজকের নগরজীবনে সরকারের পক্ষ থেকে করা প্রয়োজন।

কিন্তু বাসের সংখ্যা না বাড়িয়ে ১৪টির আয়ণায় একটি বাস রাখাকে অব্যবস্থাপনার ফল বলে উল্লেখ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলকে দায়ী করেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।